বাংলাদেশের নাম সন্দেহের তালিকায়
এর জন্যে কারা দায়ী

সদেরা সুজন

অবশেষে বাংলাদেশকেও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে অন্তভুক্ত করে আমেরিকার সন্দেহ তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা তাবৎ বিশ্বে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষি মানুষের জন্য দুঃখজনক-বেদনাদায়ক এবং গ্লানিকর। সারা বিশ্বে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালির শরীরে অবশেষে সন্ত্রাসের কালিমা লেপন হলো এবং প্রবাসে অবস্থানরত লাখ লাখ বাংলাদেশীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। এর জন্য কারা দায়ি? সেটা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। কেনইবা মাত্র এক বছরের মধ্যে বহুরকম উপাধীতে ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশ। যা প্রবাসে বসবাসরত বাঙালির মাথা নত করা ছাড়া কিছুই করার নেই। এসব কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সুচনা কারা করেছে এবং কাদের জন্য এসব হচ্ছে তা এখন ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ডেইলি ষ্টারসহ উত্তর আমেরিকার কিছু সাপ্তাহিক পত্রিকা এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে। এতে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সমর্থক এবং চীন পন্থি বাম দল সমর্থক ক'জন লেখক এজন্যে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করে বলছেন শেখ হাসিনা না-কি ইউরোপ-আমেরিকায় এসে বলেছেন বাংলাদেশে তালেবান রয়েছে। সুতরাং শেখ হাসিনাই এর জন্য দায়ি!

ঢাকাস্থ আমেরিকান দুতাবাসের শত শত কর্মকর্তা কর্মচারিরা কি চোখ-কান বন্ধ করে বসে আছে? তারা কি বসে বসে ঘোড়ার ঘাস খাটছে যে তারা কি কিছুই পর্যবেক্ষণ করছে না? কি হচ্ছে বাংলাদেশে। সবই কি শেখ হাসিনা করছেন? না উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বাংলাদেশের জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে জোট সরকারের কলঙ্কময় কর্মকান্ড ঢাকার জন্য এবং জনতার রোদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্য বিরোধী দলীয় নেত্রীর ওপর প্রবাগান্ডা চালানো হচ্ছে তা অবশ্যই ভেবে দেখার দরকার। শেখ হাসিনা কি বিশ্বের এতই বড় নেতা যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ আমেরিকাও তাঁর কথা শোনে!

আমরা দেখতে পাই বর্তমান জোট সরকার একের পর এক গণ বিরোধী মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড করছে আর সারা বিশ্বে সমালোচিত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড ঘটিয়ে বিরোধী দল কিংবা বিরোধী দলীয় নেত্রীর ওপর চাপিয়ে শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে, যা খুবই দুঃখজনক এবং লজ্জাস্কর। জোট সরকারের দুর্নীতির কারণে দাতা গেষ্ঠী সাহায্য দেওয়া বন্ধ করলো এবং জোট সরকারের মন্ত্রীর দুর্নীতির জন্য ডেনমার্কের কোটি কোটি টাকা ফেরৎ চলে গেল এরপরে শেখ হাসিনার ওপর দোষ দেওয়া হলো। এ ছাড়াও একের পর এক জনবিরোধী কর্মকান্ড করে দেশে বিদেশে সমালোচিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশ, আর তা সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বিরোধী দল এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার উপর চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যা সরকারের জন্য বার বার বুমেরাং হচ্ছে। একটা বিষয় বর্তমান সরকার কেন বুঝতে পারছেনা যে পৃথিবী এখন আর আগের মত নেই, পৃথিবীর যেকোন স্থানে এখন একটি ঘটনা ঘটলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ই মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসী জেনে যায়। বর্তমান সরকারের একের পর এক ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশটি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হতে চলছে। আমেরিকা সরকার বাংলাদেশকে বিশেষ কালো তালিকাভুক্ত করার মুল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এটা কোন একদিনের ঘটনা কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিযোগে এই বৈরী পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীর অনেক মুসলিম রাষ্ট্রকে কালো তালিকাভুক্ত না করলেও বাংলাদেশকে কেন করেছে সেটা পর্যালোচনা করার দরকার নেই কি? এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১১ সেপ্টেম্বর টুইনটাওয়ার সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংসের পর পৃথিবীটা আমুল বদলে গেছে। সারা পৃথিবী যেখানে স্তম্ভীত হয়ে গেছে যার ফলে বিশেষ করে ১১ সেপ্টম্বরের পর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছে এবং প্রতিটি দেশ পর্যবেক্ষণ করছে।

বাংলাদেশে তালেবান আছে কি নেই তা সময়ই বলে দেবে এবং তা বিবেচ্য বিষয় তবে আমরা বাহ্যিকভাবে নেই বলে যতই দাবি করি না কেন অনুসারিদের যে অভাব নেই তা শতসহস্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাই প্রমান পাওয়া যায়। আমার কথাগুলো এখন কেউ বিশ্বাস না করলেও অদুর ভবিষ্যতেই তা দেখতে পারবেন। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পুর্বে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের উত্তান সর্ম্পকে একটু পিছনে ফিরে দেখা যাক, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পুর্বেও ধর্ম গেল- ধর্ম গেল বলে কিছু লোক পাকিস্তানীদের পক্ষ নিয়েছিল এবং যুদ্ধের সময় ধর্মের নাম নিয়ে গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। ১৯৭১-এ ধর্মনিরেপেক্ষতার ভিত্তিতে ত্রিশ লাখ শহীদ দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে রক্তক্ষয়ের মধ্যেদিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জিত হলেও সেই আদর্শ বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর রাতারাতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুল্যবোধ বদলে যায়, একের পর এক সামরিক জান্তারা ক্ষমতায় আহোরণ করে এবং অবৈধ প্রন্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। স্বাধীনতা বিরোধী খুনি রাজাকার আলবদর আলসামসসহ উগ্র মৌলবাদীদের অবাধ রাজনীতি করার সুযোগ এবং ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিয়ে তাদেরকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করে। স্বৈরাচারী জিয়া-এরশাদ অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় আহোরণ করে মসনদে টিকে থাকার জন্য এসব মৌলবাদীদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে বাংলাদেশের জনগণের অজান্তে ধর্মকে বার বার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করা হয় যা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ কখোনই চায়নি যদিও তা আর কেউ কোন দিন ফিরাতে পারবে না কারণ এ বিষয়টি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্পর্শকাতর । কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার গো. আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে এদেশে অবাধ রাজনীতি করার সুযোগ দেয়।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু হলেও কখনোই ধর্মান্ধ ছিল না, কিন্তু কিছু লোক তাদেরকে ধর্মান্ধ করে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ইসলামী শাসনতন্ত্র চালুর জন্য সংগ্রাম করছে যার ধারাবাহিকতায় দেখা যায় বিচারের নামে ফতোয়া দিয়ে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে ধোতরা মেরে নুরজাহানের মত কত নারীকে অসময়ে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী জামাত শিবিরের অবাধ রাজনীতির কারণে গ্রামে গঞ্জে শহর বন্দরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা সক্রিয় ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয় এবং স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে প্রথমে খুর দিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে দেওয়া শুরু করলো, জবাই করে মানুষ হত্যাসহ অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করলো, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর অর্থায়নে অত্যাধুনিক অস্ত্রের আমদানি করে জামাত শিবিররা অপ্রতিদ্বন্দী শক্তিশালী হয়ে ওঠে অপরদিকে প্রগতিশীলদের অন্তকলহে আর বহুধা বিভক্তির কারণে এবং সামরিক জান্তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কারণে অকারণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে আর সেখানে ধর্মের নামে উগ্র মৌলবাদী শিক্ষাসহ অস্ত্রের ট্রেনিং দিয়ে জেহাদী করে তুলে। দেশের সামরিক, বেসামরিক, আধা সামরিক, বিচার বিভাগসহ সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনে এসব ধর্মান্ধদের চাকুরী দিয়ে তাদের হাত প্রসারিত করে। ৬৪ হাজার বর্গমাইলের দেশে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। প্রকাশ্যভাবে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে আর তাদের এই কাজগুলোকে সহায়তার জন্য দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব, মিল্লাত, দিনকাল, সোনার বাংলাসহ বিভিন্নরকমের দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন- বুলেটিন এবং পাকিস্তানের জামাত নেতা মওদুদির লেখা বই প্রকাশ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সরকারের ছত্রছায়ায় ঘৃণিত কর্মকান্ড আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাব ফেলছে যা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার কারণ হতে পারে। মাত্র ক'বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরলাম।

১) জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এনজিওদের ওপর খড়গ হস্ত প্রদর্শন, মৌলবাদীদের এনজিও বিরোধী ভুমিকা, বর্তমান সরকার কতৃক এনজিও নিয়ন্ত্রণ, এনজিওদের ভিতর রাজনৈতিক বীজ বপন, এনজিও কর্মীদের মিথ্যা হয়রানি, গ্রেফতার-নির্যাতন, ব্রাক্ষনবাড়িয়ায় এনজিওদের কার্যক্রমে মৌলবাধীদের

আক্রমন, মহিলাদের কাজ করতে বাধা দেওয়া ২) বাইতুল মোকাররম মসজিদের খতিব ওবায়দুল হকের উর্ব্বর মস্তিস্কের ফসল 'আমেরিকা বিশ্বের ভয়ঙ্কর শত্রু, আমেরিকা ও বুশকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি এবং থু থু দিয়ে আমেরিকাকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য জেহাদের ডাক (খতিব সাহেবের থুথুর বন্যায় ভাসবে আমেরিকাবাসী আর বাঁচার জন্য কি একটুও চেষ্টা করবে না?) আর জোট সরকারের নীরবতা পালন ৩) আফগান যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে তালেবানের পক্ষে লাদেনের বড় বড় রং-বেরঙের ছবি আর অস্ত্র নিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিছিল যা লাদেনের জন্মভূমি খোদ সৌদি আরবেই হয়নি ৪) তালেবানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য আফগানীস্তানের উদ্দেশ্যে দলে দলে বাংলাদেশী মৌলবাদী গোষ্ঠীর গমন যা সে সময়ের বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট, দেশের ভিতরে বিভিন্ন মৌলবাদি সংগঠনের মহিলা কর্মীরা গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মহিলাদের ধর্মগ্রন্থ বুকে লাগিয়ে ধর্মের নামে অন্ধ করে ভোট গ্রহণ করা ৫) ওয়াস্তানামো বে'র মার্কিন কারাবাসে তালেবান বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতের অংশগ্রহনের প্রমান এবং বাংলাদেশে তালেবানদের নেটওয়ার্কের স্থান বলে বন্দীদের স্বীকারোক্তি ৬) মৌলানা ফজলুল হক আমীনিদের বিরাট মিছিল থেকে বলা শ্লোগান ' আমরা সবাই তালেবান বাংলা হবে আফগান' ৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন করে লাদেনের প্রেমে জীবন উৎসর্গ করে লাদেনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার মনোবাসনা প্রচার করা ৮) সিলেটের শাহাজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নামে হলের নামকরণের বিরুদ্ধে মৌলবাদিদের আন্দোলন ও আক্রমন ৯) বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানকে সিলেট যেতে বাঁধা দেওয়া ও কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার চেষ্টা ১০) ঢাকার বটমুলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে- খুলনায় উদীচীর অনুষ্ঠানে-সাতক্ষীরা- গুর পুকুরের মেলায়-ময়মনসিংহের সিনেমা হলে- কুটালীপাড়ার গীর্জায়- সখিপুরের মাজারে শক্তিশালী বোমা হামলা করে মানুষ হত্যা ১১) ফরিদপুরে নাটক নিয়ে মৌলবাদীদের আক্রমন ৮) দেশের বিভিন্নস্থানে লালসালু-মাটির ময়না প্রদর্শনে বাধা দেওয়া ৯) কোরবানীর নামে নিজ শিশু পুত্রকে জবাই করে হত্যা ১০) আফগানিস্তানে তালেবান কতৃক ধ্বংস করে দেওয়া বৌদ্ধ স্তম্ভের মতো বাংলাদেশেও স্বাধীনতা স্তম্ভ-শহীদ মীনার-মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলকসহ দেশের সব ফলক শয়তানের মুর্তি বলে ভেঙ্গে ফেলার জন্য জামাত নেতা দেলোয়ার হুসেইন সাঈদীর হুমকি ১১) অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়া, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন জায়গায় জোর করে অন্য ধর্মাবলম্বী পুরুষদের খৎনা করা, ধর্মান্তরীত হওয়ার জন্য নির্যাতন করা, সম্পত্তি দখল করে নেওয়া, নারীদেরকে ধর্ষণসহ নিগ্রীহিত করা, সংখ্যালঘুদের মেধা ও যোগত্যা থাকাস্বত্তেও চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্যমুলক অচরণ করা ১২) লাদেন একজন বিশ্ব ইসলামীক সৈনিক দাবি করে বাংলাদেশে অসংখ্য নবজাতকের নাম লাদেন রাখা ১৩) বাংলাদেশে আল-কায়দা বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতি বিষয়ে ফার ইষ্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ, টাইম ম্যাগাজিন, ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নালসহ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ ১৪) আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর এবং বাংলাদেশে অক্টোবরের নির্বাচনে চার দলীয় জোট বিজয় লাভের পর অস্বাভাবিকভাবে মৌলবাদীদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়া, আমেরিকা বিরোধী অপপ্রচার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের কুশ পুত্তলিকা দাহ ১৫) জোট সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে একাত্তরের ঘাতক ঘৃনিত দুজন ব্যক্তি কে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে মন্ত্রী করা তাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপে ভারত-আমেরিকা বিরোধী আচরণে সারা দেশে মৌলবাদী চক্রের কলেবর বৃদ্ধি হওয়া এবং সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়ের মতো দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জামাত নেতা মন্ত্রী মুজাহিদ সারা দেশে নিজ দলের সমর্থক নিয়ে সমাজ কল্যান মুলক সংগঠন করে ঢালাওভাবে সরকারী অনুদান দিয়ে উস্কানীমুলক মৌলবাদী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা একইভাবে দেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে একাত্তরের নরঘাতক নিজামী কে মন্ত্রী করা এবং তার মাধ্যমে সারা দেশে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রচার করা ১৬) চরমোনাই ও আটরশির পীর, আমীনিসহ জামাত নেতাদের আমেরিকা বিরোধী অশ্লীল কুটুক্তি ও হুংকার ১৭) চট্টগ্রাম-রাজশাহীসহ বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে আন্তর্জাতিক উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর পোষ্টার প্রচার ১৯) সারা দেশের বিভিন্নস্থানে বোমা হামলা- সহিংসতাসহ মানুষ হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত হরকাতুল জেহাদের কর্মীদের বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়া ২০) অস্ত্র চোরাচালানের ট্রানজিট হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ব্যবহার হওয়া এবং অত্যাধুনিক বিশ্ব সন্ত্রাসী নেটওয়াক গড়ে তোলা ২১) ঢাকার একটি ইসলামীক কেন্দ্র থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত অস্ত্র এবং নারী সংক্রান্ত মাফিয়া ব্যবসায় গ্রেফতারকৃত লিবিয়াসহ বিভিন্ন ইসলামিক দেশের চার জনকে গ্রেফতারের পর জোট সরকারের নীরবতা এবং গোপনে ছেড়ে দেওয়া ২২) বিদেশী সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা, ইটিভির বিদেশী সাংবাদিককে সায়মন ড্রিংকে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা ২৩) যুক্তরাষ্টে অবস্থানরত বাংলাদেশের একটি ইসলামী ব্যাংকের কর্ণধারসহ কিছু বাংলাদেশীদের ক্রেডিটকার্ড ও ষ্টাম জালিয়াতি ২৪) সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি ও মুক্ত মনের বিশ্বাসী সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধীজীবী, রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের বিনা কারণে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন করা ২৫) নির্বাচনোত্তর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্ষন-সম্পতি দখল নির্যাতন করে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৬) আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে সরকারের ব্যর্থতা ধমীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে সারা দেশে মৌলবাদীদের আস্ফালন গড়ে তোলা ২৭) অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে যৌথ বাহিনীর হাতে অর্ধ শতাধীক মানুষ হত্যা ও শত শত নিরাপরাধ মানুষকে পঙ্গু করে ইনডেমনেটির মতো বিশ্ব মানবতা বিরোধী জঘন্য কালো আইন করে মানব হত্যার বিচার রহিত করা ২৮) অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে সামরিক বাহিনী কতৃক নারীদেরকে বোরকা পড়তে বাধ্য করা এবং লুঙ্গি খুলে দেখে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে দেওয়া ২৯) নিজ দেশেই গ্যসের চাহিদা মেটাতে পারছেনা অথচো গ্যাস নিয়ে জোট সরকারের তেলেসমাতি, মিথ্যাচার এবং প্রতারণা ৩০) বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন সর্ম্পকে এ্যামোনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, কংগ্রেস ম্যান, ইউরোপীয় কমিশনসহ অসখ্য আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পুর্ণ মানবাধিকার সংস্থার বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘন সর্ম্পকে রিপোর্ট এবং সরকারের নিলজ্জভাবে অস্বীকার করার জের । ৩১) দাতা দেশগুলো সর্ম্পকে দেশের অর্থমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রীর লাগামহীন উক্তি। ৩২) চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে সমস্যা, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে অবৈধ অস্ত্রের আমদানি এবং ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠীর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। ৩৩) সাতকানিয়াসহ দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিদেশীদের গোপন তৎপরতা এবং জেহাদী ট্রেনিং। ৩৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীর আর্মস ট্রেনিং সেন্টার সর্ম্পকে বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট। ৩৫) একের পর এক গণ বিরোধী আইন প্রণয়ন, জনসাধারণের বাক্ স্বাধীনতা হরন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের অমানবিক নির্যাতন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। ৩৬) চীনের সাথে সর্ম্পক গড়ে তোলা এবং ভারতের সঙ্গে বৈরীভাব প্রকাশ ৩৬) নেত্রকোনায় মহিলা ফুটবল খেলা পন্ড করে দেয়া

সুতরাং ভেবে দেখার দরকার অপ্রত্যাশিত এবং দুর্ভাগ্যজনক এই মার্কিন সিদ্ধান্তের জন্য জোট সরকার দায়ি নয় কি? শেখ হাসিনার ওপরে দোষারোপ করে জোট সরকার তাদের কুটনৈতিক ব্যর্থতা কি ঢাকতে পারবে? জোট সরকার ক্ষমতায় আহোরণ করে একের পর এক অমানবিক ঘটনা করে সারা বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্ব দরবারে হেয়প্রতিপন্ন করছে আর বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ অরো দুর্বিসহ বিপন্ন করে তুলছে। বাংলা ও বাঙালীর হাজার বছরের বিজয় গাঁথা সংগ্রামী বীরের জন্মভুমী অপরাজয়ের বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সবই যেন মলীন হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব দরবারে।

সদেরা সুজন , মন্ট্রিয়াল/ কানাডা, ০৫.১.২০০৩, ফোন ৫১৪ ৯৩১ ৮৪১৮